মেহেরপুরে সম্পত্তি লুটের অভিযোগে ছেলের বিরুদ্ধে বাবার সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুরের চকশ্যামনগর এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা ফজলুল হক (জসিম)। বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া, শারীরিক নির্যাতন এবং সম্পত্তি লুটসহ বিভিন্ন অভিযোগ এনে নিজের ছেলে ও বউয়ের অপকর্মের সংবাদ সম্মেলন করেছেন তিনি।

আজ সোমবার (১০ জুন) সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন তিনি।

এবিষয়ে সদর থানার একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

অভিযুক্তরা হলেন ফজলুল হকের ছেলে এনামুল, স্ত্রী মোছাঃ জাহানারা বেগম, আজিল হকের ছেলে সিরাজুল ও রাশেদুল, সাত্তরের ছেলে শাহাবুদ্দিন ওরফে বাদাম এবং আউব মন্ডলের ছেলে মোঃ জিনা।

সংবাদ সম্মেলনে ফজলুল হক (জসিম) বলেন, দীর্ঘদিন যাবত আমার ছেলে এনামুল ও স্ত্রী জাহানারা আমার সাথে আমার বাড়িতে বসবাস করে। আমার স্ত্রীর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমার বাড়ির জমির ১০ কাঠা জমি আমার স্ত্রীর নামে লিখে দিই এবং কিছু জমি আমার নামে রেখে দিই।
কিন্তু আমার ছেলে আর বউ আমার বাড়ির অবশিষ্ট জমিও জোরপূর্বক তাদের নামে লিখে নিতে বলে। আমি তাদের নামে জমি লিখে না দেওয়াই আমার ছেলে, বউ এবং শালারা আমাকে নানা অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও মারধর করে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকার ভয় ভীতি ও খুন জখমের হুমকি প্রদান করে। প্রতিনিয়ত তারা আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে আমার বাড়ি দখলে পাইতারা করে।

তিনি আরো বলেন, গত ৫ জুন মধ্যরাতে সিরাজুল, রাশেদুল, বাদাম এবং জিনার সহযোগিতায় আমার ছেলে এনামুল আমাকে মেরে ফেলার উদ্দেশ্যে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে এবং হাতে থাকা লাঠি দিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে মর্মান্তক গুরুতর জখম করে।

সুষ্ঠু বিচার পেতে ও নির্যাতন থেকে রেহাই পেতে স্থানীয় প্রশাসনের

হস্তক্ষেপ কামনা করেন ভুক্তভোগী ফজলুল হক।

মেহেরপুরে হারানো ৭৯ মোবাইল ফোন উদ্ধার করে দিল পুলিশ

মেহেরপুরে হারানো ৭৯টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ইউনিট।

সেই সঙ্গে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ভুল নম্বরে চলে যাওয়া ৮১ হাজার টাকা উদ্ধার করে মালিকদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

আজ রবিবার (৯ জুন) বেলা সাড়ে ১২টায় মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কনফারেন্স রুমে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রকৃত মালিকদের কাছে মোবাইল ফোন ও টাকা হস্তান্তর করেন পুলিশ সুপার এস এম নাজমুল হক।

তিনি জানান, মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থান থেকে হারিয়ে যাওয়া বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ৭৯টি মোবাইল ফোন ও মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ভুল নম্বরে চলে যাওয়া ৮১ হাজার টাকা উদ্ধার করে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ইউনিট। হারানো মোবাইল এবং প্রতারণার শিকার হওয়া টাকা উদ্ধারের মাধ্যমে ভুক্তভোগীদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল।

এর মধ্যে সদর থানায় ৬৮টি,গাংনী থানায় ০৮টি ও মুজিবনগর থানায় ০৩টি ফোন উদ্ধার করা হয়।

এসময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপস্) মোঃ আহসান খানসহ পুলিশের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ছাগল নিয়ে ইউএনওর তুঘলকি কাণ্ড

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্তরে ছাগল প্রবেশ করার অপরাধে দুটি ছাগল আটক করে ছাগল মালিক লাভলী খাতুনের সাথে অসৌজন্য মুলক আচরন করার অভিযোগ উঠেছে উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহার বিরুদ্ধে। পরে বিভাগীয় কমিশনারের কাছে অভিযোগ দিলে তারপর থেকে ছাগল ফেরত দিতে দৌড়ঝাঁপ শুরু করেন।

শুক্রবার দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত এ ঘটনা ঘটে। ছাগল মালিক লাভলী খাতুন গাংনী বাজারের কম্পিউটার ব্যবসায়ী গাংনী সাইন্স এন্ড টেকলোজি কলেজের পরিচালক নাজমুল হুদার স্ত্রী।

এ ঘটনায় বিচার চেয়ে খুলনা বিভাগীয় কমিশনার হেলাল মাহমুদ শরীফের কাছে বিচার চেয়ে মোবাইল ফোনে আবেদন করেন নাজমুল হুদা। এ ঘটনায় বিচারের আশ্বাস দিয়েছে বিভাগীয় কমিশনার।

ছাগল মালিক লাভলী খাতুন জানান, আর্থিক সচ্ছলতার জন্য বাড়িতে দুটি ছাগল পালন করেন। উপজেলা পরিষদের সীমানা প্রাচীর না থাকার কারনে শুক্রবার দুপুরে ছাগল দুটি উপজেলা পরিষদের মধ্যে প্রবেশ করে। এঘটনায় গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা ক্ষুদ্ধ হয়ে ছাগল দুটি আটক করে। অনেকবার অনুরোধ করার পরও ছাগল ফেরত না দিয়ে অসৌজন্য মুলক আচরন করে তাড়িয়ে দেন। এরপর আবারো ছাগল আনতে গেলে আবারো অসৌজন্য মুলক আচরন করেন।

লাভলী খাতুনের স্বামী নাজমুল হুদা বলেন, ছাগল দুটি আনার জন্য তিনি নিজেও দুইবার উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে গিয়েছিলেন। বারবার অনুরোধ করার পরও ছাগল না দিয়ে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে প্রাণী সম্পদ বিভাগের কাছে হস্তান্তর কিংবা কোনো খামারে প্রদান অথবা বিক্রি করে দেওয়া হবে বলে হুমকী দেন। পরে বিষয়টি নিয়ে জেলা প্রশাসকের মোবাইল নম্বরে কল দিলেও তিনি রিসিভ করেননি। অবশেষে রাত ১১ টায় বিষয়টি খুলনা বিভাগীয় কমিশনার হেলাল মাহমুদ শরীফ মহোদয়কে জানানো হলে তিনি ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। কিছুক্ষন পর গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসের মাস্টাররোলে কর্মচারী হাবিবুর রহমান হাবিব, ইউএনও অফিসের নাজির আবু হানজালা, গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি সালাহউদ্দীন শাওন ও সবশেষে গাংনী থানার জনৈক্য একজন উপপরিদর্শক (এসআই) কে দিয়ে ছাগল ফেরত নেওয়ার কথা বলেন।

তিনি আরো বলেন অসৌজন্য আচরন ও ছাগল আটকের বিষয়টি জনপ্রশাসন মন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন,মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী মো: আব্দুর রহমান সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জানানো হবে। তবে তিনি ও তার পরিবার সার্বিক বিষয়ে নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রয়েছেন।

গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি সালাহ উদ্দীন শাওন বলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুরোধে ছাগল মালিক লাভলী খাতুন ও নাজমুল হককে ফেরত নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

তবে এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহার মেহেরপুর প্রতিদিন অফিস থেকে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ছাগল মালিকের অভিযোগ সংর্বাশে সঠিক নয়। তবে ছাগল দুটি কিছুক্ষণ আটকিয়ে রাখলেও রাতেই মালিকের কাছে দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, ছাগল কাণ্ড নিয়ে দিনভর নানা আলোচনা-সমালোচনা কেটেছে গাংনী উপজেলা শহর।

মেহেরপুরের আমঝুপি ইউনিয়নে শিশু বরণ অনুষ্ঠিত

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন, সবার জন্য মান সম্মত শিক্ষা ও ঝরে পড়া রোধ কল্পে শিশুদের বিদ্যালয়ে আনন্দ মুখর ও অনিয়মিত দুর করতে মেহেরপুর সদর উপজেলার রঘুনাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু বরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত
হয়।

আজ রবিবার সকাল ১০ টার সময় প্রাক প্রাথমিক এবং অন্যান্য শ্রেনীতে ভর্তিকৃত ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে শিশুবরণ অনুষ্ঠিত হয়।

গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগীতায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, জন প্রতিনিধি, এস এম সি ও ওয়াচ গ্রুপ সদস্য সহ

অভিভাবকগণ।

এসময় অভিভাবকদের দায়-দায়িত্ব ও করণীয় সম্পর্কে বিশদ আলোচনা রাখেন প্রোগ্রাম ম্যানেজার কাজল রেখা।

এছাড়া বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো: মিজানুর রহমান, ইউপি ও ওয়াচ সদস্য আব্দুল মজিদ এবং এস.এম.সি ও যুব ফোরামের সদস্যগণ গুরুত্বপূর্ন বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে নবীন শিশুদের ফুল দিয়ে ও মিষ্টি মুখ করে বরন করে নেওয়া হয় এবং প্রত্যেক শিশুর হাতে বিশেষ উপহার তুলে
দেওয়া হয়।

গাংনীতে দুদকের আয়োজনে মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে বিতর্ক প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত

এবার দুদক আয়োজিত বিতর্ক প্রতিযোগীয়তায় বাংলাদেশ পুলিশের সাবেক আইজিপি বেনজির আহমেদের দুর্ণীতিচিত্র নিয়ে ব্যাপক কোটেশন তুলে ধরেছেন পক্ষে বিপক্ষের বিতার্কিকবৃন্দ। তার্কিকরা তাদের যুক্তিখন্ডন করতে গিয়ে বারবারই তুলে ধরেন সাবেক পুলিশ প্রধান বেনজিরের দুর্ণীতিচিত্র।

গাংনী উপজেলার সাহেবনগর বহুমুখী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বিতর্ক দলের দলনেতা নওরিন জাহান বলেন, শ্রেষ্ঠ বাংলাদেশ পুলিশের সাবেক আইজিপি বেনজির আহমেদ। বলা হয়ে থাকে যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন সবচেয়ে প্রভাবশালী ও বড় ক্ষমতাধর পুলিশ অফিসার ছিলেন। তার কাছে অসৎ পথে উপার্জিত হাজার কোটি টাকা। শুধুমাত্র দেশ প্রেম ও মুল্যবোধের অভাবে মানুষ বেনজিরের মত হয়ে ওঠে।

এই তার্কিক আরও বলেন, দুর্ণীতি আমাদের সমাজের রন্দে রন্দে ছড়িয়ে পড়েছে। তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ সাবেক আইজিপি বেনজির আহমেদ।

এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা দুর্ণীতি প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসান আল নুরানি, কমিটির সদস্য সাংবাদিক জুলফিকার আলী কানন, প্রধান শিক্ষক খুর্শিদা বেগম, কামরুজ্জামান, সহকারি অধ্যাপক দিলরুবা খানম, হুমায়ন কবীর সুমন।

বিতর্ক প্রতিযোগীতার মডারেটর ছিলেন, গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হোসনে মোবারক, বিচারক ছিলেন গাংনী উপজেলা আনসার ভিডিপি অফিসার সাইদুর রহমান, সহকারি প্রোগ্রাম অফিসার (আইসিটি) আব্দুর রাকিব ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার আব্দুল্লাহ আল মাসুম।

দুই দিন চলমান দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ে রচনা প্রতিযোগিতা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশ নেই এই উপজেলা শহরের আটটি স্কুল। সমাপনি অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

পরে অতিথিরা সকলের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক—শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন।

মুজিবনগরে ভূমিসেবা সপ্তাহের শুভ উদ্বোধন

“ম্মার্ট ভূমিসেবা স্মার্ট নাগরিক” এই প্রতিপাদ্যে সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে সাধারণ নাগরিকের সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মুজিবনগরে ভূমিসেবা সপ্তাহের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভূমি সেবা সপ্তাহ ৮ জুন শনিবার থেকে চলবে ১৪ জুন পর্যন্ত।

সেবা সপ্তাহ চলাকালে সেবাগ্রহীতারা হয়রানি, ভোগান্তিহীনভাবে ভূমি সংক্রান্ত যেকোনো সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। ল্যান্ড সার্ভিস গেটওয়ের (এলএসজি) মাধ্যমে ২য় প্রজন্মের মিউটেশন, খতিয়ান ও এলডি ট্যাক্সের আন্তঃসংযোগ স্থাপন, শতভাগ হয়রানিমুক্ত সেবা

[redacted]

[redacted]

গাংনী ক্যাম্প র্যাব-১২র অভিযানে ৯৮ বোতল ফেন্সিডিলসহ আটক ১

র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) এর সিপিস-৩ গাংনী ক্যোম্পের মাদক বিরোধী অভিযানে ৯৮ বোতল ফেন্সিডিল সহ ১ মাদক কারবারেীকে গ্রেফতার করেছে।

আজ শুক্রবার (৭ জুন) ভোরের দিকে কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর থানা প্রাগপুর ইউনিয়নের জামালপুর সাকিনস্থ এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত মোঃ আল আমিন মন্ডল (৩৯) কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার জামালপুর (ক্যাম্পপাড়া) গ্রামের মৃত খেড়ু মন্ডেলর ছেলে।

র্যাব-১২ সিপিসি-৩, মেহেরপুর কোম্পানী কমান্ডার এএসপি মোঃ মনিরুজ্জামান এই গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

গ্রেফতারকৃত আসামীকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় সে দীর্ঘদিন যাবৎ লোক চক্ষুর আড়ালে কুষ্টিয়া জেলার বিভিন্ন থানা এলাকায় মাদক দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করে আসছিলো।

র্যাব-১২ সিপিসি-৩, মেহেরপুর কোম্পানী কমান্ডার এএসপি মোঃ মনিরুজ্জামান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, মেহেরপুর কোম্পানীর একটি চৌকষ আভিযানিক দল “কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর থানাধীন প্রাগপুর ইউনিয়নের জামালপুর সাকিনস্থ এলাকায়”একটি মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে ৯৮ বোতল ফেন্সিডিল সহ ১ মাদক কারবারীকে গ্রেফতার করি। যার আনুমানিক মূল্য ১,৯৬,০০০/- টাকা।

পরে গ্রেফতারকৃত আসামীকে পরবর্তী আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কুষ্টিয়া দৌলতপুর থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুরে প্রতিপক্ষের হামলায় দুই নারী আহত

মেহেরপুরে পূর্ব শত্রুতা জের ধরে পারুলা খাতুন (৪৫) ও মর্জিনা খাতুন (৫০) নামের দুই নারীকে কুপিয়েছে জখম করেছে প্রতিপক্ষরা।

আজ বৃহস্পতিবার (৬ জুন) সকাল ৯ টার সময় মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

আহত পারুলা খাতুন শ্যামপুর গ্রামের কলনি পাড়ার আব্দুর রশিদের স্ত্রী এবং মর্জিনা খাতুন পারুলা খাতুনের জা ও মোঃ বায়তুল্লার স্ত্রী।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পারুলা খাতুনদের সাথে একই পাড়ার রমেশের ছেলে শিপনদের সাথে দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ চলছে।
শিপনরা পূর্বেও মর্জিনা খাতুনের মাথা ফাটিয়ে ও খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলো পারুলাদের দায়ের করা মামলায় শিপন মাস খানেক আগে জেল থেকে বের হয়ে এসেছে। জেল থেকে বের হয়ে এসে বিভিন্ন ভাবে হুমকি ধামকি দিয়ে আসছিলো।

আজ সকালে পারুলা খাতুন গোবর ফেলতে বাড়ির বাইরে আসলে শিপন, শিপনের মা বিবিজান ও মনিরুলের স্ত্রী আদুরি খাতুন অতর্কিত হামলা করে। তার চিৎকারে তার জা মর্জিনা খাতুন আসলে দুজনকেই হাসুয়া দিয়ে কোপ মারে।

পরে স্থানীরা তাদের উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শ্যাযা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

বর্শিবাড়িয়ার বরখাস্ত প্রধান শিক্ষক কালাম দম্পতির বিরুদ্ধে সহকর্মীর মামলা

মেহেরপুর সদর উপজেলার বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বরখাস্ত প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ ও তার স্ত্রী একই বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নার্গিস খাতুনের বিরুদ্ধে মানহানী মামলা করা হয়েছে।

সম্প্রতি ওই স্কুলের শিক্ষক সাদ্দাম হোসেন মেহেরপুরের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল হাজির হয়ে তিনি এ মামলা করেন। যার মামলা নম্বর-৯১/২০২৪।

মামলাটি আমলে নিয়ে আদালত মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা শাখার ওসিকে তদন্ত করে আদালতে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার আদেশ দেন।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি আবুল কালাম আজাদকে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে বরখাস্ত করে। বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি বাদির পিতা। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে আসামি নার্গিস খাতুন বাদি হয়ে সাদ্দাম হোসেন ও তার পিতা বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেন। মামলাটি তদন্ত করে পিবিআই অভিযোগ সত্য নয় বলে আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করেন। এর পরে আসামিরা বিদ্যালয়ে সাক্ষীদের সন্মুখে পুনরায় নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে মামলা করার হুমকি দেন। বাদি এ দম্পতির হাত থেকে আইনি সুরক্ষা পেতে তিনি এ মামলা দায়ের করেন।